RHD ROAD NETWORK

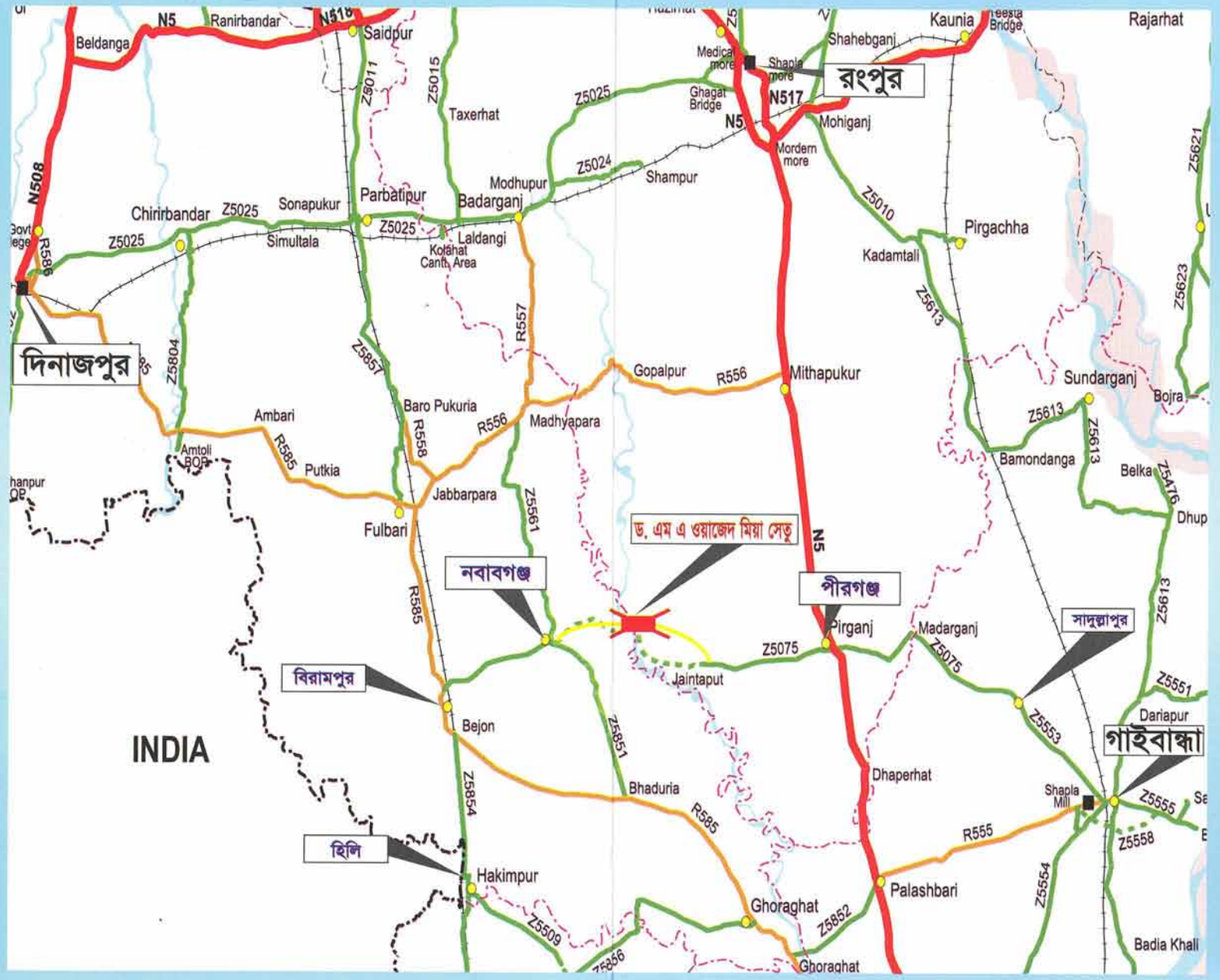

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু

শুভ উদ্বোধন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

১৬ শ্রাবণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ

৩১ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

পটভূমি

একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। দ্রুত ও সহজ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে সড়ক যোগাযোগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নদীমাতৃক এ দেশের নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেতু শুধু অপরিহার্য অনুষঙ্গই নয়, একাধিক জনপদের সেতুবন্ধন তৈরীর প্রধান উপায়ও বটে। সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭তম কিলোমিটারে কাঁচদহঘাটে করতোয়া নদীর উপর নবনির্মিত ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু রংপুর ও দিনাজপুর জেলাকে নতুন পথে সংযুক্ত করবে এবং দু'জেলার ব্যাপক জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিমেয় অবদান রাখবে।

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতুর নির্মাণস্থান কাঁচদহঘাট ঘিরে রয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস। বর্ষাকালে কাঁচদহঘাট দিয়ে জনসাধারণের করতোয়া নদী পারাপারের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এখানে একটি সেতু নির্মাণ ছিল জনসাধারণের বহুদিনের প্রত্যাশা। জনপ্রত্যাশামত বর্তমান সরকারের বিগত সময়ে ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০০০-২০০১ অর্থ বছর পর্যন্ত সেতুর ৫টি ওয়েলের আংশিক কাজ সম্পন্ন হয়। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ না পাওয়ায় সেতুটির বাস্তবায়ন কাজ মুখ থুবড়ে পড়ে এবং ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হতে সেতুর কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান সরকার এ অঞ্চলের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ২০০৯ সালে সেতুটি নির্মাণের পুনঃউদ্যোগ গ্রহণ করে এবং দ্রুততার সাথে সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নবনির্মিত ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সরাসরি সংক্ষিপ্ত সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর এবং দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলা ও হিলি স্থলবন্দরের মধ্যে সড়ক সংযোগ সহজতর হবে। সেতুটি এ অঞ্চলের মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে এবং দু'জেলার জনজীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু

সেতুর এ্যাপ্রোচ সড়ক

সেতুর নদী শাসন কাজ

স্ল্যাব কাস্টিং এর প্রস্তুতি

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭তম কিলোমিটারে কাঁচদহঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতুর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ
সেতুর নাম	ঃ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু
প্রকল্প বাস্তবায়নে	ঃ রংপুর সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয়	ঃ অনুমোদিত ডিপিপি ব্যয় ২২১০.৮৭ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন ব্যয় ২১৪০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নে	ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান	ঃ মেসার্স মোঃ মঈন উদ্দীন (বাঁশী)
সেতুর ধরণ	ঃ প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
স্প্যান সংখ্যা	ঃ ৭
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ ৩০৩.৩২ মিটার
গার্ডার সংখ্যা	ঃ ৩৫
সেতুর প্রস্থ	ঃ ১০.২৫ মিটার
ফুটপাথের প্রস্থ	ঃ ১.৪০ মিটার (প্রতি পার্শ্বে)
এ্যাপ্রোচ সড়ক	ঃ পীরগঞ্জ প্রান্ত ৫০০ মিটার নবাবগঞ্জ প্রান্ত ৬৫০ মিটার
পিয়ার সংখ্যা	ঃ ৬
এ্যাবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ ২
ফাউন্ডেশনের ধরণ	ঃ ওয়েল ফাউন্ডেশন
ডেক স্ল্যাবের ধরণ	ঃ আরসিসি
গার্ডারের দৈর্ঘ্য	ঃ ৪৩.৩৯ মিটার
ওয়েলের গভীরতা	ঃ ২৫ মিটার
গাইড বাঁধের ধরণ	ঃ সিসি ব্লক
বক্স কালভার্ট	ঃ ২টি (প্রতিটি ৩.০ মিটার)
প্রথম কাজ শুরু	ঃ ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
পুনঃকাজ শুরু	ঃ ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
কাজ সমাপ্ত	ঃ ১৫ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ